সারসংক্ষেপ

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একমাত্র সন্তান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টা হয়েও বাঙালী পাঠক সমাজের কাছে উপেক্ষিত। স্বল্পায়ু জীবনে বলেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে অপ্রতুল দিলেও উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যে তা অনন্য— 'উত্তর চরিত', 'মেঘদূত', প্রাচীন ভারতীয় কাব্য সম্পর্কে আলোচনা, 'কণারক', 'শুভ উৎসব', প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য সম্পর্কিত আলোচনা আবার কোথাও নিছক চিত্র সৃষ্টির নেশায় তিনি মত্ত। বিষয়বস্তু গ্রহণের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আনুগত্য, প্রগাঢ় সৌন্দর্যবোধ, বিদেশী শিক্ষা মোহমুক্ত স্বাদেশিকতা প্রভৃতি বলেন্দ্রনাথের দুর্লভ গুণাবলীর পরিচায়ক। বলেন্দ্র লেখনী ভাবে, ভাষায় নতুন। এ ভাষা বুদ্ধি, যুক্তি, তথ্যবিন্যাস কিংবা তত্ত্বব্যাখ্যার ভাষা নয় বরং অনুভূতি প্রকাশের ভাষা- যেখানে ভাষার সূক্ষ্ম কারুকার্য আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত। প্রসঙ্গের সঙ্গে প্রযুক্তির সমতা বলেন্দ্র কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নির্ণয়ই আমার গবেষণার মূল লক্ষ্য।

প্রথম অধ্যায়ে বলেন্দ্র জীবনীর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সূত্র বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি যে তাঁর ব্যক্তি চিন্তা, ব্যক্তি জীবনে তাঁর সৌন্দর্যবোধ, পারিবারিক ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তিনির্ভর মতামত, বিশ্বাসবোধ, সংস্কৃতের প্রতি আগ্রহ, প্রপিতামহের ব্যবসা-বাণিজ্যের বহুমুখী উদ্যম, দেবেন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা, পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যব্রতর দ্বারা তিনি কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্র অনুসারী হয়েও একান্ত অনুকারী নন। বলেন্দ্রনাথের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে তৎপরতা ছিল রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ের নান্দীমুখ। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার দীপশিখাটি প্রথম জ্বালাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন বলেন্দ্রনাথই। বলেন্দ্রনাথের ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টা কতটা আন্তরিক ছিল তা ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজের সমন্বয়ের মধ্যে একটি নিখিল ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায় গঠনের প্রচেষ্টাতেই প্রমাণিত। উনিশ শতকে ভারতবর্ষের ধর্ম আন্দোলন ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। আর এই দুই সমাজের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে বলেন্দ্রনাথ যে কতটা উদারতা দেখিয়েছিলেন তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ে বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ আলোচিত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ও রবীন্দ্র সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠার জন্য বলেন্দ্রনাথ ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারী। আত্মগত ভাবনা কামনার পক্ষ নির্ভর করে তিনি রোমান্টিকতার আকাশে ডানা মেলে দিয়েছিলেন। সৌন্দর্য দর্শন ও সমালোচনার সৃষ্টিকার্য উভয় সত্তার প্রকাশই আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের নিজস্বতা। বাল্যকালে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা হয়তো বা তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের অন্যতম কারণ হলেও তাঁর বিশ্লেষণভঙ্গি ও রসিকতা ঠাকুরবাড়ির পরিবেশেই দেশী-বিদেশী সাহিত্যচর্চায় পুষ্ট। স্বভাবতই এই দু'য়ের প্রভাবে তাঁর রচনায় এসেছে তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ভঙ্গি। তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পথিকৃৎ হলেও বলেন্দ্রনাথের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গিটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্র লেখনীতে বিবিধ ধারায় তুলনামূলক সমালোচনা ধারা প্রবাহিত। যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত। তবুও কখনো কালিদাস-বাল্মীকি, কালিদাস-ভবভূতি, কালিদাস-শূদ্রক, কিংবা জয়দেব বনাম বৈষ্ণব কবির তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, ঠিক তেমনি কখনো বেছে নিয়েছেন দু'টি কাব্যের তুলনাকে, যেমন- 'মেঘদূত' বনাম 'ঋতুসংহার' কখনো বা সংস্কৃত সাহিত্য প্রকৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রকৃতির তুলনা চলেছে। তুলনার ক্ষেত্র হিসাবে কাব্যের চরিত্রও বাদ যায়নি- উদয়ন বনাম দুষ্মন্ত বা রামচন্দ্র তাঁর আলোচনায় স্থান করে নিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই আলোচনায় বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গির তুলনামূলক আলোচনা আলোচিত। রবীন্দ্র লেখনীর সঙ্গে বলেন্দ্র লেখনীর (মেঘদূত কেন্দ্রিক) তুলনামূলক আলোচনাও এই অধ্যায়ে ধরা পড়েছে। প্রসঙ্গত বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য হয়েও ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য সন্ধানে তিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্বগামী—এ সত্যখানি এখানে সুস্পষ্ট। এককথায় সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করলেও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের উপকরণে তাকে সুদৃঢ় করে তোলাই বলেন্দ্র লেখনীর বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতি, চিত্র-ভাস্কর্য বিষয়ক প্রবন্ধ। সৌন্দর্য পিয়াসী বলেন্দ্রনাথের ইতিহাসের তথ্যস্তূপের ভিতরে জাতির প্রাণস্পন্দন, প্রেম ও সৌন্দর্যের

যুগ্মবিহার। গৌরবান্বিত অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস, অতীতচারিতার মধ্যে যে রোমান্টিক বেদনাবোধ, মন্দিরময় ভারতে যে সাংস্কৃতিক শক্তি তাঁর ক্ষণকালীন জীবনে চিরকালীন মন্ত্রশক্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে তা আলোচিত হয়েছে। পাঞ্জাবের সাথে বাগ্‌দাদের স্থানিক দূরত্ব বলেন্দ্রনাথের লেখায় হারিয়ে যায়। ইসলামী গম্বুজ মিনার আর হিন্দু দেবদেবীর চিত্র একাকার হয়ে যায়।

বাংলা সাহিত্য চর্চাতে বলেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অন্বেষণের প্রচেষ্টা চলেছে **পঞ্চম অধ্যায়ে**। সংস্কৃত সাহিত্য শুধু নয়, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর সম্যক প্রতিভার পরিচয় মেলে 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস', 'রামপ্রসাদের গান', 'কৃত্তিবাস', 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' প্রভৃতি প্রবন্ধে। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতেও তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় মেলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে রম্যরচনা শাখাটিতেও বলেন্দ্রনাথ যে ফুল ফুটিয়েছেন তা আলোচিত হয়েছে। রম্যরচনাগুলিতে তাঁর বেদনার আভা ফুটে উঠেছে। উন্মাদ পিতার পুত্র হিসাবে ঠাকুরবাড়ির বিপুল ঐশ্বর্যের মধ্যেও বলেন্দ্রনাথ ছিলেন নিঃসঙ্গ, স্বভাবতই তাঁর অন্তরও ছিল বিষণ্ণ ও ব্যথিত। আর এই কারণেই তাঁর রচনাতেও এসেছে বিষণ্ণতা।

সপ্তম অধ্যায়ে বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধশৈলীর নানাদিক উঠে এসেছে। তাঁর রচনার ভাব যেমন নতুন তেমনি ভাষাও নতুন। তাঁর ভাষা অনুভূতি প্রকাশের ভাষা। ভাষারীতির ক্ষেত্রে তিনি ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত রীতির অনুসরণ করেছিলেন। তিনি বাক্যসজ্জা, শব্দ চয়ন, কিংবা অলংকার প্রয়োগে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাসবদ্ধ শব্দের পাশাপাশি দেশী শব্দের নিরন্তর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরুর রীতি, যতি-চিহ্নাদির ব্যবহার, ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ, ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের সমাসবদ্ধ রূপের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ে।

উপসংহার

বলেন্দ্র প্রতিভা ছিল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি প্রবন্ধের কঠিন শিল্পশৈলীতে কালজয়ী সাফল্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল অসমাপ্ত, পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই তা অস্তমিত হয়েছে। তবুও বলেন্দ্রনাথকে অ-রচিত বাংলা স্টাইলিস্ট গদ্যের মহানায়ক বলতে দ্বিধা

নেই। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একলব্য শিষ্য, সাহিত্য চর্চার সঙ্গী, জমিদারী পরিভ্রমনের সহযাত্রী এবং শিলাইদহ জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুজ পরিকর হলেও একান্ত অনুকারী নন। তাঁর রচনায় নিজস্ব শৈলীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কখনোই বশীভূত নয়। তাঁর রচনায় বহুলতা না থাকলেও বৈচিত্র্য ছিল। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন এবং বিপরীতমুখী প্রবণতা তাঁর সাহিত্যকর্মের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ক্ষণকালীন জীবনে প্রতিভা নিয়েই জন্মেছিলেন বলেন্দ্রনাথ, সঙ্গে যোগ হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল আর তাতেই বিস্ফোরণ ঘটে গেছে তাঁর সৃষ্টিতে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারায় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্থান নির্ণয়ই তাই আমার মূল লক্ষ্য।